বিমানে যেভাবে গিয়েছিলেন, সেভাবেই শেখ হাসিনাকে ফেরাতে চায় দিল্লি



শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা চায় ভারত। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশের সামরিক বিমানে ভারতে যাওয়া শেখ হাসিনাকে একইভাবে সামরিক বিমানে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে নয়াদিল্লি। পাশাপাশি জুলাই অভ্যুত্থান-সংক্রান্ত মামলায় দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল ও নতুন করে বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করার শর্তও দিয়েছে দেশটি। বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ভারতের দুটি প্রধান শর্ত রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। এ জন্য সামরিক বিমান পাঠানো যেতে পারে, অথবা সীমান্তের নির্দিষ্ট কোনো স্থানে সেনাসদস্যরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল এবং নতুন করে ন্যায়সংগত বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

ভারতের নীতিনির্ধারকদের ধারণা, শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান দীর্ঘায়িত হওয়ায় দুই দেশের সম্পর্কের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দিল্লি চাপের মুখে পড়ছে। তাঁকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি ভারত। ফলে বাংলাদেশের আইনি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়াকেই এখন বাস্তবসম্মত পথ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য হস্তান্তর করতে চায় না দিল্লি। বরং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও গণমাধ্যমের নজরদারিতে নতুন করে বিচার পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে আগ্রহী তারা। দেশে ফেরার পর তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিতে হবে বলে মনে করছে ভারতীয় সামরিক সূত্র।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইলেও প্রত্যর্পণ চুক্তির আইনি দিক বিবেচনার কথা বলে ভারত এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাঁকে আসামি হিসেবে বাংলাদেশের কোনো বিমানে তুলে দিতে অনিচ্ছুক দিল্লি। এতে প্রতিবেশী দেশগুলোর মিত্র রাজনৈতিক নেতাদের কাছে নেতিবাচক বার্তা যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে গত কয়েক মাস ধরে দুই দেশের মধ্যে পর্দার আড়ালে আলোচনা চলছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে নিযুক্ত তৎকালীন বাংলাদেশি হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠের সঙ্গে অঘোষিত বৈঠক করেন। ভারতীয় সামরিক সূত্রের দাবি, শেখ হাসিনাকে ফেরানোর প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিশ্চিত করাই ছিল আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। দুই দেশের সেনাপ্রধানের নিয়মিত যোগাযোগকেও এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চায় দিল্লি।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার পরই শেখ হাসিনা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেছে বিবিসি বাংলা। তবে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে বলে ভারতের কর্মকর্তাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। জ্বালানি সংকট ও পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভের মতো অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির মধ্যে বর্তমান সরকার তাঁকে ফেরাতে কতটা আগ্রহী, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে দিল্লির।

বিবিসির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ডিসেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনার ফেরা কঠিন হতে পারে জেনেও তাঁর দেশে ফেরার ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছে ভারত। এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হলে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানকে দায়ী করার সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছে দিল্লি। এদিকে তাঁর ফেরার ঘোষণায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা উজ্জীবিত হয়েছেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।